ঝিনাইদহের মহেশপুরে ৩৫ কোটি টাকা মুল্যের মাদকদ্রব্য ধ্বংস

ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা সীমান্ত থেকে উদ্ধার হওয়া ৩৫ কোটি টাকার মাদকদ্রব্য ধ্বংস করেছে মহেশপুরের খালিশপুর ৫৮ বিজিবি। আজ শনিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) সকালে খালিশপুর ৫৮ বিজিবির সদর দপ্তরে এ মাদকদ্রব্য ধ্বংস করা হয়।

সেসময় অনুষ্ঠানে বিজিবি’র কুষ্টিয়া সেক্টর সদর দপ্তরের কমান্ডার কর্ণেল মারুফুল আবেদীন, ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা জেলার চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আলোচনা শেষে কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

বিজিবি জানায়, ২০২৩ সালের ১৪ মার্চ থেকে ২০২৪ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা সীমান্ত থেকে উদ্ধার হওয়া ১২ হাজার ৪’ ৬৩ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল, ১৩ বোতল সিরাপ, ৪৯ হাজার ৮০ বোতল মদ, ৭৬ কেজি গাজা, এবং ৮’শ ৭১ পিচ ভারতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট ধ্বংস করা হয়।

ঝিনাইদহে ৪৬ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিলসহ এক মাদক ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মধুপুর চারমাইল এলাকা থেকে ৪৬ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিলসহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-৬।

আজ শুক্রবার (২৭ সেপ্টেম্বর) র্যাব-৬, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের এর একটি আভিযানিক দল গোপন সংবাদের মাধ্যমে তথ্য পেয়ে, আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আভিযানিক দলটি সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ঝিনাইদহ

শেখ কামাল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এর সামনে দর্শনা টু ঢাকা মহাসড়কে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযান পরিচালনা কালে অবৈধ মাদকদ্রব্য ৪৬ বোতল ফেন্সিডিলসহ মোঃ মিরাজ (২২) নামে এক মাদক ব্যবসায় কে গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তারকৃত মাদক ব্যবসায়ী চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার সুলতান পুর গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে। আসামীর নিকট থেকে ৪৬ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানান র্যাব-৬, সিপিসি-২, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার মেজর নাঈম আহমেদ।

এ সময় উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে গ্রেপ্তারকৃত আসামীর হেফাজত হতে অবৈধ ৪৬ বোতল ফেন্সিডিল ছাড়াও ২টি মোবাইল ফোন ও নগদ- ৫২২/- টাকা উদ্ধার করে আসামীকে ঝিনাইদহ সদর থানায় হস্তান্তর করে আসামীর বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

মেহেরপুরে র্যাবের অভিযানে ৩৬ কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর সীমান্তে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ভারতীয় ৩৬ কেজি গাঁজাসহ রাহিব ওরফে রাকিব (৩৫) কে আটক করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্প।

র্যাব-১২ এর গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার সহকারি পুলিশ সুপার মো: এনামুল হকের নেতৃত্বে একটি টিম গতকাল ২৬ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত সাড়ে ১১ টার সময় গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি লক্ষি নারায়নপুর ধলা গ্রামে অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ রাকিবকে আটক করেন।

আজ শুক্রবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০ টার সময় গাংনীস্থ র্যাব ক্যাম্পে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবাদ ব্রীফ করে এই তথ্য জানান র্যাব কমান্ডার মো: এনামুল হক।

আটক রাকিব গাংনী উপজেলার লক্ষিনারায়নপুর ধলা গ্রামের মো:

আক্তারুল ইসলামের ছেলে।

র্যাব ১২ এর মেহেরপুর ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী-৩ এর গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার সহকারি পুলিশ সুপার মো: এনামুল হক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে খবর পেয়ে র্যাবের একটি টিম রাকিবের বাড়িটি ঘীরে ফেলে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে তার বাড়ির বিভিন্ন রুমে, উঠানে ও অন্যান্য স্থান থেকে ২৬ টি প্যাকেটে মোড়ানো গাঁজার পুটলা উদ্ধার করা হয়। এসময় তার ঘর থেকে দেশীয় তৈরী দুটি ধারালো হাসুয়া উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত গাঁজার মূল্য ধরা হয়েছে ১০ লাখ ৮০ হাজার টাকা।

র্যাব কমান্ডার জানান, আমাদের কাছে খবর এসেছিল ভারতীয় সীমান্তের তারকাটা পার হয়ে গাঁজার একটি বিরাট চালান বাংলাদেশ সীমান্তের লক্ষিনারায়পুর ধলা গ্রামের রাকিবের বাড়িতে মজুত করা হয়েছে। সেখান থেকে এই চালানটি তাদের বহনকারীদের মাধ্যমে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করা হবে।

তিনি বলেন, গাঁজার এই বড় চালানটির সাথে অনেক রাঘব বোয়াল জড়িত আছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাদের নাম পাওয়া গেছে। যা এখনি বলা যাবেনা। এই চালানের সাথে জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে র্যাবের টিম কাজ শুরু করেছেন।

গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে আসামি রাকিবকে গাংনী থানা পুলিশে হস্তান্তরের কার্যক্রম চলছে।

উল্লেখ্য গাংনীতে র্যাব ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ছোট খাটো গাঁজা উদ্ধারের ঘটনা থাকলেও এটা গাঁজা উদ্ধারের সর্বোচ্চ ঘটনা।

জীবননগরে গাঁজাসহ মাদকব্যবসায়ী আটক

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও বিজিবির যৌথ অভিযান চালিয়ে ১ কেজি গাঁজাসহ ফারুক হোসেন (৪৭)

নামের এক মাদকব্যবসায়ী আটক করেন।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খানের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম ও বিজিবির একটি টিম জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে মাদকের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান করে।

এসময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের ধোপাখালী গ্রাম থেকে মৃত আব্দুর লতিফের ছেলে এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী ফারুক হোসেনকে ১ কেজি গাঁজাসহ তার নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান বলেন,আজ সকাল থেকেই জীবননগর উপজেলার বিভিন্নস্থানে আমাদের একটি টিম এবং বিজিবির একটি টিম মাদক বিরোধী যৌথ অভিযান পরিচালনা করি।

এসময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের ধোপাখালী গ্রাম থেকে মৃত আব্দুর লতিফের ছেলে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী ফারুক হোসেনকে ১ কেজি গাঁজাসহ তার নিজ বাড়ি থেকে আটক করা হয়।
আসামীর কাছ থেকে আমরা আরো অনেক তথ্য পেয়েছি। সে সরাসরি ভারত থেকে গাঁজা কিনে দেশের বিভিন্নস্থানে বিক্রি করে। উক্ত আসামীর বিরুদ্ধে জীবননগর থানায় একটি নিয়মিত মামলার রুজু করা হয়েছে।

“দেড় ডর্জন মাদক মামলার আসামিসহ আটক ২, ফেনসিডিল উদ্ধার”

মেহেরপুরে গাংনীতে যৌথবাহিনীর অভিযানে দেড় ডর্জন মাদক মামলার আসামি আবুল কালামসহ ২ মাদক ব্যবসায়ী আটক ও ১০০ বোতল ভারতীয়

ফেনসিডিল উদ্ধার হয়েছে।

আজ শুক্রবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮ টার দিকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় তেরাইল গ্রামের বাগানপাড়া এলাকায় এই অভিযান চালান যৌথবাহিনির একটি টিম।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট আবীর হোসেন ও মেহেরপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এসআই আবুল হাসেমসহ সঙ্গীয় ফোর্স।

বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে মেহেরপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এসআই আবুল হাসেম সাংবাদিকদের এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের অলিনগরপাড়ার সুলতান মাহমুদের ছেলে ২০ টি মাদক মামলার আসামি এলাকার শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী ও সন্ত্রাসী আবুল কালাম আজাদ (৪০) ও সীমান্তবর্তি সহড়াতলা গ্রামের নওয়াব আলীর ছেলে একাধিক মাদক মামলার আসামি এরশাদ আলী (৩০)।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এসআই আবুল হাসেম বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে যৌথবাহিনীর সহযোগিতায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম সকাল ৮ টার দিকে তেরাইল গ্রামের বাগানপাড়া এলাকায় অবস্থান নিই। এসময় সীমান্তবর্তি সহড়াতলা এলাকা থেকে একটি সিএনজি তেরাইল গ্রামের দিকে আসছিলো আমাদের অবস্থান টের পেয়ে সিএনজি নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছিলো সিএনজিটি।
পরে যৌথবাহিনীর টিম ওই সিএনজির গতিরোধ করলে সিএনজির চালক পালিয়ে যায়।

এসময় সিএনজি থেকে ১০০ বোতল নিষিদ্ধ ভারতীয় ফেনসিডিলসহ এরশাদ আলীকে আটক করেন। পরে এরশাদ আলীর দেওয়া তথ্য মতে, তেরাইল গ্রামের অলিনগরপাড়ায় মাদক ব্যবসায়ী আবুল কালাম আজাদের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আবুল কালাম আজাদকে আটক করা হয়।

তিনি আরও জানান, আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মাদক বিক্রির আভিযোগ প্রায় ২০ টি মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। তাকে, গাংনী থানা পুলিশ, জেলা গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি, র্যাব, সেনবাহিনীর টিম তার বাড়িতে একাধিকবার অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিল, গাঁজাসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে। এসময় র্যাব অভিযান চালিয়ে তার কাছ থেকে নাইম এমএম পিস্তল গুলি উদ্ধার করেছে। সে

বছরে নয় মাস বিভিন্ন মামলায় কারাগারে অবস্থান করেন। জেলখানা থেকে বের হয়েই আবার মাদকান্ডে জড়িয়ে পড়েন।

এছাড়া অপর আসামি এরশাদ আলীও একজন চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী। আজ আসামিদের গাংনী থানায় প্রেরণ করা হবে এবং মামলার কাজ প্রক্রিয়াধীন ও জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

ঝিনাইদহে পুলিশের এসআইসহ ৩ জন আটক

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হাটগোপালপুর থেকে পুলিশের এক এসআইসহ ৩ জনকে বিপুল পরিমাণ ফেন্সিডিলসহ আটক করেছে র্যাব-৬।

আজ মঙ্গলবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাত দুইটার দিকে হাটগোপালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা হলো-হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্পের এস.আই সাজ্জাদুর রহমান, মাগুরার শালিখা উপজেলার আড়পাড়া গ্রামের মৃত সিদ্দিক সর্দারের ছেলে সোহেব আলী ও চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার দোয়ারপাড়া গ্রামের ফিরোজ আলীর ছেলে ফারুক হোসেন।

র্যাব-৬, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার মেজর নাঈম হোসেন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারেন, হাটগোপালপুর এলাকা দিয়ে মাদক পাচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালায় র্যাব। সেসময় প্রাইভেট কারে পাচারের সময় ১২০১ বোতল ফেন্সিডিলসহ ওই ৩ জনকে আটক করা হয়। এ ঘটনায় র্যাবের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করে আসামীদের সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে ১ হাজার ১২ বোতল ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থেকে বিপুল পরিমাণ ফেন্সিডিলসহ বাদশা সোলায়মান (২৯) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাব-৬।

আজ বুধবার (১১ সেপ্টেম্বর) ভোররাতে উপজেলার কাঁঠালবাগান গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত বাদশা সোলায়মান ঐ উপজেলার কাঁঠালবাগান গ্রামের মৃত শাহাবুদ্দিনের ছেলে।

ঝিনাইদহ র্যাবের মেজর নাঈম আহমেদ জানান, কালীগঞ্জের কাঠালবাগান গ্রামে মাদক ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে আজ বুধবার ভোররাতে অভিযান চালায় ঝিনাইদহ র্যাব। র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে অন্যরা পালিয়ে গেলেও ঘটনাস্থল থেকে আটক করা হয় ওই গ্রামের বাদশা সোলায়মানকে। পরে তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ১ হাজার ১২ বোতল ফেন্সিডিল।

এ ঘটনায় র্যাবের পক্ষ থেকে মাদক আইনে মামলা দায়ের করে আসামীকে কালীগঞ্জ থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

মুজিবনগর ও দর্শনা সীমান্তে ৩৮৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে মুজিবনগর ও দর্শনা সীমান্ত থেকে ৩৮৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে। এ ফেনসিডিলের উদ্ধারের ঘটনায় কোন চোরাচালানীকে আটক করতে পারেনী।

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির পরিচালক পিএসসি সাঈদ মোহাম্মদ জাহদিুর রহমান, সাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গণমাধ্যম কর্মীদের জানায়, আজ মঙ্গলবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালয়িন ৬ বিজিবির অধীনস্থ মুজবিনগর বিওপি টহল কমান্ডার হাবলিদার রফিকুল ইসলাম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ মুজবিনগর সীমান্ত এলাকার মেইন পিলারের ১০৭ হতে ৫০ গজ বাংলাদশেরে অভ্যন্তর সোনাপুর মাঠে অভিযান চালায়, এ সময় বিজিবির উপস্থিত টের পেয়ে চোরাচালানীরা ২৮৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল ফেলে পালিয়ে যায়। তবে এ ঘটনায় কোন চোরাচালানীকে আটক করতে পারেনী।

অপরদিকে আজ মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে দর্শনা সীমান্তের মেইন পিলারের ৭৭/২-এস হতে ২৫০ গজ বাংলাদশেরে অভ্যন্তরে জয়নগর গ্রামের আমবাগানে মধ্যে মাদক বিরোধী বিশেষ অভযিান পরিছালনা করে। এ সময় দর্শনা বিওপি টহল কমান্ডার নায়েক জিয়াউর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে প্লষ্টিকের বস্তায় মোড়ানো ১শ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করে। এ ঘটনায় কাউকে আটক করেতে পারেনী।

আলমডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর অভিযানে মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে একজন মাদক ব্যবসায়ীকে মাদক সহ গ্রেফতার করে।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার সময় চুয়াডাঙ্গা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রনের পরিদর্শক মোঃ নাজমুল হোসেন খান এর নেতৃত্বে ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন সহ , মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয়,আলমডাঙ্গা উপজেলাধিন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার এরশাদপুর চাতাল মোড় এলাকার মৃত আব্দুল মান্নান খোকাই শেখের ছেলে মাদক ব্যাবসায়ি শাহাদত হোসেন (৫৫) কে আটক করে।

এ সময় খোকাই শেখের চাতাল মোড়ের নিজ দখলীয় ভিটার সাথে এক কক্ষ বিশিষ্ট দোকান ঘরের মধ্যে রক্ষিত আলমারির মধ্য হতে ৫ লিটার রেকটিফাইড স্পিরিটসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

উক্ত গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে উপ পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় মাদক দ্রব্য আইনে একটা নিয়মিত মামলা দায়ের করেন বলে জানাগেছে। এ বিষয়ে ওসি শেখ গনি মিয়া সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

আলমডাঙ্গায় ছাত্রদল নেতার বাড়িতে যৌথ বাহিনীর অভিযান:স্ত্রী নার্গিস সুলতানা আটক

আলমডাঙ্গা উপজেলা সাবেক ছাত্রদল নেতা শফিকুল আজম ডালিমের বাড়িতে যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে ৪ শত ৯০ পিস ইয়াবা ও নগদ ৯৬ হাজার ৭০০ টাকা উদ্ধার করেছে। মাদক বিক্রির সাথে জড়িত থাকার অপরাধে তার স্ত্রী নার্গিস সুলতানা আটক করেছে যৌথ বাহিনী ।

গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে পৌর এলাকার মিয়াপাড়া এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন যৌথ বাহিনীর একটি দল।

স্থানীয়রা জানান, পৌর এলাকার মিয়া পাড়ায় ছাত্রদল নেতা ডালিম ও তার স্ত্রী নার্গিস সুলতানা দীর্ঘদিন মাদক ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল বুধবার সকালে যুবদল নেতা ডালিমের বসতবাড়িতে অভিযান চালায় যৌথবাহিনী। তার বাড়িতে তল্লাশী চালিয়ে ৪ শত ৯০ পিস ইয়াবা ও নগদ ৯৬ হাজার ৭০০ টাকা উদ্ধার করে যৌথ বাহিনী। এসময় কৌশলে ডালিম পালিয়ে গেলেও মাদক ব্যবসার অপরাধে ডালিমের স্ত্রী নার্গিস সুলতানাকে আটক করে। পরে, নার্গিস সুলতানার বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করে পুলিশ।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি শেখ গণি মিয়া বলেন, মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত থাকায় এক নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে থানায় মাদক মামলা রুজু হয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুরে সংশ্লিষ্ট মামলায় আদালতের

□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□